77

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 MAR 1998
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

টাঙ্গাইলের ১০টি থানা

দু'শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য।। আসবাবপত্রের সংকট।। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বিঘ্নিত

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ৩রা মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– টাঙ্গাইল জেলার ১১টি থানার মধ্যে ১০টি থানার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন যাবৎ সোয়া দু'শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়াও এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

জেলা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি জানান যে, জেলার মির্জাপুর, বাসাইল, দেলদুয়ার, নাগরপুর, সখিপুর, কালিহাতী, ভুয়াপুর, গোপালপুর, ঘাটাইল এবং মধুপুর এই ১০টি থানার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গত ৩১শে অক্টোবর '৯৭ পর্যন্ত প্রধান ও সহকারী মিলে ২৩৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদগুলোর মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৫৬টি এবং সহকারী শিক্ষকের ১৮০টি পদ। এর মধ্যে মির্জাপুর থানায় প্রধান ও সহকারী মিলে ২২টি, দেলদুয়ারে ১০টি, বাসাইলে ৮টি, সখীপুরে ১৫টি, কালিহাতীতে ৪২টি, ভুয়াপুরে ২৩টি, গোপালপুরে ১২টি, ঘাটাইলে ৪১টি, নাগরপুরে ২৬টি এবং মধুপুর থানায় প্রধান ও সহকারী মিলে ৩৭টি শিক্ষকের পদ শূন্য বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি উল্লেখ করেন। থানাগুলোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দীর্ঘদিন যাবৎ এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে থাকায় কোন কোন বিদ্যালয় বর্তমানে মাত্র ২ বা ৩ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এত অল্পসংখ্যক শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা মির্জাপুর, সখীপুর, ঘাটাইল এবং মধুপুর থানার দুর্গম পাহাড়িয়া এলাকাগুলোতে বেশি বলে জানা গেছে। তাছাড়াও উপরে উল্লিখিত ১০টি থানার একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে ২/৩ জনের অধিক শিক্ষক নেই। অভিযোগ রয়েছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগদানের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা বিশেষ ব্যবস্থায় নিজ নিজ সুবিধামতো স্থানে বদলি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এসকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা ১২ মাসই শিক্ষক সংকটের মধ্যে লেখাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি আরো জানান যে, উল্লিখিত থানা ১০টির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রকট শিক্ষক সংকট ছাড়াও রয়েছে বেঞ্চ–চেয়ার–টেবিল এবং ব্ল্যাকবোর্ডের সংকট। এসব আসবাবপত্রের মধ্যে, বিশেষ করে বেঞ্চের অভাবে এসকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিয়তই ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। ফলে থানা ১০টির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে একদিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক সংকটের জন্য যেমন লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি আসবাবপত্রের অভাবেও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি 'সংবাদ'-কে জানিয়েছেন।